দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 08 APR 2007
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

এমপিওভুক্তি হয়নি লাখ লাখ টাকা দিয়েও

স্টাফ রিপোর্টার॥ জোট সরকারের আমলে মন্ত্রী-এমপিদের লাখ লাখ টাকা ডোনেশন দিয়ে শিক্ষক হয়েও এমপিওভুক্ত না হওয়ায় দেশের বেসরকারী স্কুল-কলেজের হাজার হাজার শিক্ষিত মানুষ এখন অনিশ্চিত জীবনের পথে। অনেকে চাকরির বয়স হারিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে পড়েছেন মহাবিপাকে। না পারছেন ডোনেশনের টাকা ওঠাতে, না পারছেন এমপিওভুক্ত

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

এমপিওভুক্তি হয়নি

(প্রথম পাতার পর)

হতে। অন্যদিকে বিভিন্ন বেসরকারী কলেজের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি অভিযোগ জমা পড়ছে স্থানীয় দুর্নীতি দমন কমিশন অফিসে। কোথাও কোথাও দুর্নীতি দমন কমিশনের লোকেরা তা তদন্তও করছেন।

জানা গেছে, বিদায়ী জোট সরকারের আমলে অন্যান্য বিষয়ের মতো পুরো শিক্ষাকেও বাণিজ্যের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় জোট সরকারের মন্ত্রী-এমপি থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি বেসরকারী স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে এসব প্রতিষ্ঠানে এক থেকে দুই-তিন লাখ টাকার ডোনেশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। আশ্বাস দেয়া হয় এমপিওভুক্ত করার। এক্ষেত্রে প্রভাব খাটিয়ে কারও কারও এমপিওভুক্ত হলেও বেশির ভাগই এমপিওভুক্ত হয়নি। শুধু নতুন প্রতিষ্ঠান নয়, পুরনো প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা পর্ষদের নেতা হওয়ার সুবাদে মন্ত্রী-এমপি কিংবা তাঁদের আশীর্বাদপুষ্টরা একই কায়দায় শিক্ষক-কর্মচারী হিসেবে অনেককে নিয়োগ দেন। আবার প্রভাব খাটিয়ে ভিন্ন মতাবলম্বীদের সরিয়ে তাদের স্থলে জোট সমর্থকদের নিয়োগ দেয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে নেত্রকোনা জেলার আবু আশ্বাস ডিগ্রী কলেজের কথাই ধরা যাক। অভিযোগ উঠেছে, প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ও বিএনপির সাবেক এমপি আবু আশ্বাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের নানা ঘটনা নেত্রকোনার অনেকেরই জানা। তাঁর জামাতা এসএম সেলিমের মাধ্যমে তিনি দুর্নীতি মাধ্যমে টাকা কামাচ্ছেন বলে অভিযোগ আছে। কেবল গত পাঁচ বছরেই শিক্ষক নিয়োগ করে অর্ধ কোটি টাকারও বেশি আত্মসাত করা হয় বলে স্থানীয় দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে ষোলো শিক্ষক এখনও এমপিওভুক্ত হননি। এমনকি তাঁদেরকে কলেজ থেকেও কোন বেতন-ভাতা দেয়া হচ্ছে না। এমন অবস্থায় শিক্ষক হয়েও অনার্স-মাস্টার্স ডিগ্রীধারী এসব শিক্ষিত মানুষ এখন পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। উপরন্তু তাদের ডোনেশনের টাকাও ফেরত দিচ্ছেন না। কলেজটির এমন অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে স্থানীয় দুর্নীতি দমন সেল ও দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগের পাহাড় জমেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আবু আশ্বাস কলেজের মতো দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ডোনেশন বাণিজ্যের শিকার হয়ে হাজার হাজার শিক্ষিত মানুষ এখন চরম অনিশ্চিত জীবনযাপন করছেন। তাঁরা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে মানবিক দৃষ্টিতে বিষয়টি বিবেচনার দাবি রেখেছেন।